দর্শনায় ৭ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৭ কেজি গাঁজাসহ দর্শনা দক্ষিনচাদপুর গ্রামের রাসেলকে (৩০)আটক করেছে।

আটককৃত গাঁজা ব্যাবসায়ী দক্ষিনচাদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার রবিউলের ছেলে। জানাযায় আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ায়।

এ সময় ডিবি পুলিশের এসআই মুহিদ হাসান, এএসআই মামুনুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় মেসার্স সামাদ ট্রেডার্স দোকানের সামনে। এ সময় ডিবি পুলিশ প্লষ্টিকে মোড়ানো বস্তায় বেধে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করে। পরে বস্তা তল্লাশি করে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই মুহিত বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে। আটককৃতকে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় ছাত্রলীগ কর্মীর হামলায় সাবেক কাউন্সিলর আশু জখম

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের (৯ নম্বর ওয়ার্ডের) সাবেক কাউন্সিলর আশুকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে তার কাছে থাক মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রলীগ কর্মী রাশেদ (২৩) এর বিরুদ্ধে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার

ঈশ্বরচন্দ্রপুর মসজিদ মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আহত আশুরদ্দীন আশু (৪৫) পৌরসভার (৯ নং ওয়র্ডের) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাবেক কাউন্সিলর ও রবজেল মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদ মোড়ে আশুকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে ডাকে একই গ্রামের মসজিদ পাড়ার সানিরুলের ছেলে রাশেদ। এরপর আশু তার নিজ মোটরসাইকেল রেখে রাশেদের ডাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দুজনের মধ্যে কথোপকথন হয়। পরে সে পিছনের দিকে ফিরে মোটরসাইকেলের দিকে গেলে হঠাৎই আচমকা এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এরপর আশুর কাছে থাকা পালসার মোটরসাইকেলে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাৎক্ষণিক আশপাশের লোকজন ছুঁটে এসে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় আশুকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং মোটরসাইকেলের আগুন নিভানোর চেষ্টা করে। পরে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে তার শরীরের মাথায়, পিঠে, হাতে ও পায়ে ১৫টি সেলাই করা হয়েছে বলেও জানাগেছে।

আহতর পরিবারের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, এটা রাশেদের পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। তবে কেন কুপিয়েছে তা সঠিক জানা নাই। কিন্তু রাশেদ ছাত্রলীগের একজন কর্মী এবং এলাকার নামকরা মাদক ব্যবসায়ী। তার নামে মাদক ও মারামারি সহ একাধিক মামলা রয়েছে। এমন দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ী এলাকার জন্য চরম হুমকি। তাই এরকম দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে আইনের আওতায় নিয়ে সঠিক বিচারের দাবি জানাচ্ছি। আর এই কুপিয়ে জখমের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আমরা জানতে পেরেছি ঈশ্বরচন্দ্রপুরে সাবেক কাউন্সিলর আশুকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। তবে আমরা এখনো পর্যন্ত কোন লিখত অভিযোগ পাইনি। কিন্তু কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত তা খতিয়ে দেখে আসামি আটকের চেষ্টা চলছে।

দর্শনায় গাঁজাসহ দক্ষিণ চাঁদপুরের একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ পারভেজ মুন্সিকে (২৩)গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত পারভেজ মুন্সি দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লালু মুন্সির ছেলে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দক্ষিণ চাঁদপুর ইট খোলা পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ পারভেজ মুন্সির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় পুলিশ পলাতক হিসাবে দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট ষ্টেশন পাড়ার নুরু মিয়ার ছেলে রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে পলাতক মামলা দায়ের করেছে। আজ মঙ্গলবার পারভেজ মুন্সিকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগের নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গনজামায়েত অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা রেলবাজার শাহারিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ থেকে এ গনজামায়েত ও মিছিলটি বের হয়।

এ মিছিলে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিটদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে বিপ্লবি ছাত্র-জনতার উদ্দ্যগে গন জামায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়।

মিছিলটি দর্শনার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এক পথ সভায় বক্তরা বলেন, অবিলম্বে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের দোসোর রাষ্টপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। বর্তমান সরকারের সময় ফ্যাসিবাদী সরকারের দোসর ও ছাত্রলীগ বিভিন্ন অপতৎপরতা চালানো চেষ্টা করছে।আমরা ছাত্র জনতা সজাগ থেকে যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবো। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে থেকে দেশ বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রজনতাকে সজাগ থাকার আহব্বান জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা জামায়েতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনের সমন্বয়ক রিফাত রহমান, তানভীর অনিক। আর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থী নাঈম ফেরদৌস।

দর্শনা কেরুজে ২ কোটি টাকার মালামাল ক্রয়ে স্বৈরশাসক কর্মকর্তাদের সখ্যতার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরুজ চিনিকল কমপ্লেক্স। এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মকর্তরা কেরু চিনিকলে আসার জন্য লবিং করে থাকে। সেই সুবাদে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক কারখানার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে উপর মহলের নির্দেশে কেরু চিনিকলে আসে। দীর্ঘ ৪ বছর চাকুরীর বয়স হলেও নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের সাথে গড়ে তুলেছেন গভীর সখ্যতা। হঠাৎ করে কি কারনে এ গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলো তা নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনা ঝড়।

এ বিষয়ে সরজমিনে গেলে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ফ্যাক্টারীতে বিভিন্ন কাজের জন্য বছরে প্রায় কোটি টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে কিছু কর্মকর্তা একই জায়গায় দীর্ঘদিন চাকুরী

করার সুবাদে ফ্যাক্টারীর মালামাল সাপলাই দেয়া ঠিকাদারের সাথে গড়ে তুলেছেন সখ্যতা। এতে চিনিকলের ক্ষতি হলেও ব্যাক্তিগত ভাবে লাভবান হয়ে থাকেন দেখভাল করা কর্মকর্তারা। দুর্নীতি করা কর্তাকর্তাদের তালিকায় যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন মহাব্যবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার সাহা, মেক্যানিকেল ইঞ্জিনিয়ার ইসমাইল হোসেন, ডিজিএম তড়িৎ প্রবীরচন্দ্র সাহা, প্রকৌশলী মাসুম বিল্লাহ, সহকারী ব্যবস্থপক যান্ত্রীক কৌশল নাজমুল হাসান ও ডিজিএম উৎপাদন জাহিদুল হক টুটুলের ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক নৃরুল হাসানের নাম। বেতনের পাশাপাশি অনৈতিক সুবিধা থাকায় ঘুরেফিরে এসব কর্মকর্তারা এ চিনিকলটিকেই বেঁচে নিয়েছেন। ফলে পতন হওয়া স্বৈরশাসকের সুপারিশ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বৈরশাসকের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে সুকৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, দেশের চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর্শনা কেরুজ চিনিকল এশিয়া মহাদেশের ভিতরে দ্বীতীয় অন্যান্য চিনি কলের শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাস শেষে বেতন পাওয়া অনিশ্চয়তা থাকলেও দর্শনা কেরুজ চিনকলে মাসের এক তারিখ আসার আগেই বেতনসহ সকল সুযোগ সুবিধা ব্যাংক একাউন্টে ঢুকে যায়। বেতনের নিশ্চয়তা থাকায় তদবির করে অনেক কর্মকর্তা ঘুরে ফিরে এ চিনিকলে পৌষ্টিং নিয়ে আসেন।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্যাক্টারী ম্যানেজার সুমন কুমার সাহা, মেক্যানিকেল ইঞ্জিনিয়ার ইসমাইল হোসেন, ডিজিএম তড়িৎ প্রবীরচন্দ্র সাহা, প্রকৌশলী মাসুম বিল্লাহ, সহকারী ব্যবস্থপক যান্ত্রীক কৌশল নাজমুল হাসান ও ডিজিএম উৎপাদন জাহিদুল হক টুটুলের নাম। ঘুরে ফিরে তারা দীর্ঘদিন ধরে এ চিনিকলে চাকুরী করছেন। অভিযোগ রয়েছে একই জায়গায় চাকুরী করার সুবাদে বিভিন্ন দুর্নিতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন তারা। স্বৈরাশাসকের অবসান হবার পর দুর্নিতির কারণে অনেক কর্মকর্তার পৌস্টিং চাকুরী চ্যুতি হলেও স্বৈরাশাসকের সুপারিশ প্রাপ্ত এসব কর্মকর্তারা বহাল তবিয়তে স্বপদে বহাল রয়েছেন।

এদের মধ্যে ৪ বছর ধরে মহাব্যবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার সাহা, সাত বছর ধরে সহকারী ব্যবস্থপক যান্ত্রীক কৌশল নাজমুল হাসান, দু’দফায় আট বছর ধরে ডিজিএম উৎপাদন জাহিদুল হক টুটুল ও সহকারী মহাব্যাবস্থাপক নুরুল হাসান। দর্শনা কেরুজ চিনিকলে চাকুরী করছেন। ফ্যাক্টারী ম্যানেজার সুমন কুমার সাহা বলেন, প্রতি বছর ফ্যাক্টারীতে প্রায় ২ কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। যে সব

মালামাল বিভিন্ন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে থাকেন। দীর্ঘদিন একই জায়গায় চাকুরী করার সুবাধে এসব কর্মকর্তরা সরবরাহকৃত নিম্নমানের মালামাল এবং পরিমানে কম থাকলেও বিশেষ সুবিধা নিয়ে এসব মালামাল ছাড় করিয়ে দিয়ে থাকেন বলে গুঞ্জণ রয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠনের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সহকারী মহাব্যবস্থাপক নুরুল হাসানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে কেরুর গোপনীয় কাগজপত্র পাবলিকদের কাছে দেওয়া এবং সাংবাদিকদের সাথে মাঝে মাঝে বাজে মন্তব্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

আর মেরামতের কাজে ৭০ ভাগ মালামাল সদর দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে থাকেন। এদিকে স্বৈরসরকারের আমলে এসব কর্মকর্তারা বীরদর্পে রাজনীতির পাশাপাশি চাকুরী করে আসছেন।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নাম প্রকাশে অস্বীকৃতী জানালে এক শ্রমিক বললেন দীর্ঘদিন ধরে একজায়গায় চাকুরী করলে দুর্নীতি যেমন বাড়ে তেমনি সবার সাথে সখ্যতা বাড়ে।তিনি আরও বলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর কারখানার বড় বড় লাট দীর্ঘদিন হলে জং ধরে যায় তখন চেন্জ করা লাগে।ঠিক তেমনি এসব কর্মকর্তরা দীর্ঘদিন ধরে আছে তাদের কে চেন্জ করলে কিছুটা দুর্নীতি কমবে বলে তিনি জানান। এখন সুরপাল্টে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরিচালিত করছেন বলে গুঞ্জণ শোনা যাচ্ছে। ঢাকা সদর দপ্তরকে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে ফ্যাক্টারীতে চাকুরীরত স্বৈরশাসকের দোষর এসব কর্মকর্তার দ্রুত বদলির দাবি তুলেছে বিপ্লবি জনতা।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন,বিষয়টি সদর দপ্তর দেখেবেন,আমি নতুন এসেছি বিষয়গুলো আমি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিব।

দর্শনা ইক্ষু রোপন ভরা

মৌসুমে সার ও কীটনাশক সংকটে কৃষকরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে টিএসপি সার ও বীজ, মাটিশোধন, কীটনাশক চরম সংকট, সার না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে এলাকার কৃষকরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে কেরু সার গোডাউন এলাকায় সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা।

এ বিষয়ে আখচাষী জিরাট গ্রামের মহাসিন আলী ২ একরসহ ও অন্যান্য গ্রামের কৃষক উজলপুরের রেজাউল ও বাদশা মিয়া ১ একর,আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ২ একর ও একই গ্রামের গোলাম আলী ১ একর ,দক্ষিনচাদপুর গ্রামের বকুল হোসেন ৩ একর,দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম ১ একর আখ লাগাবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।

এছাড়া এ সব কৃষকরা জানান একটু সুষ্ক মৌসুম পেলেই আমরা জমি প্রস্তুত করে রেখেছি। কিন্তু কেরু এ্যান্ড কোম্পানীতে সার নিতে এসে সার পাচ্ছি না। আমরা সার না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা আখচাষীরা ইক্ষু রোপন উপযুক্ত সময় হারিয়ে ফেলছি। ফলে একদিকে ব্যায় বেড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে মাঠের কাজ আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। এই কারনে একদিকে আমাদের ব্যায়ভার বাড়ছে। অন্যদিকে ইক্ষু রোপনের আগ্রহ পাচ্ছিনা এবং আখ লাগাতে মন চাচ্ছে না।

আখচাষীরা অভিযোগ করে আরও বলেন, প্রতিটা সারের বস্তায় ১কেজি ২ কেজি সার কম দিচ্ছে। ২০২১-২২ সালের পর থেকে আখ চাষ প্রায় ৫ গুন কমে গেছে। পাঁচটি কারণে আখ চাষ কমে যাচ্ছে। সময় মতো মিল থেকে চাষিদের মধ্যে সার বীজ সরবরাহ না করা, মিলে সিডিএ সংকট, বর্তমান বাজার দরের চেয়ে আখের মূল্য কম, উন্নত জাতের আখ না দিয়ে পুরাতন একই জাতের আখ সরবরাহ করা, অন্যদিকে ধান, পাট, ভুট্টার ভালো দাম পাওয়ায় চাষিরা আখ চাষ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে আগামী মাড়াই মৌসুমে

মিলটি মারাত্মক আখ সংকটে পড়তে পারে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন।

মিল সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ এ পর্যন্ত আখ রোপণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০২১ থেকে রোপন মৌসুমে মোট ৪ হাজার ৬২৭ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে চিনিকলের ১০টি কৃষি ও পরীক্ষামূলক খামারে মাত্র ৯৮৯ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছে। বাকি মিলজোন এলাকার চাষিরা রোপণ করেছে ৩ হাজার ৬৩৮ একর। যেখানে গত রোপণ মৌসুমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও মিলজোন এলাকার আখচাষিরা মিলে ৮ হাজার ৫৩২ একর জমিতে আখ রোপণ করেছিল। যা এ রোপণ মৌসুমের চাইতে ৩ হাজার ৯০৪ দশমিক ৫০ একর জমিতে কম আখ চাষ হয়েছে।

আখ চাষ কমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কেরু চিনিকল আখচাষি কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সহ-সভাপতি ওমর আলী জানান, প্রতিমণ আখের মূল্য ৩০০ টাকা না করলে আখ চাষ সম্ভব না। তাছাড়া গত রোপণ মৌসুমে চাষিরা সময় মতো সার না পাওয়ায় আখ রোপণ অর্ধেকে নেমেছে। এরপর কেরুর কৃষি খামারের জমি কর্তৃপক্ষ আখ রোপণ না করে সাধারণ কৃষকের কাছে লিজ দিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর কেরুতে এবারই প্রথম আখচাষ কম হলো বলে তারা জানালেন।

২০২৪-২৫ মাড়াই মৌসুমে আখ রোপনের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে ৬ হাজার মেট্রিক টন। তার বীপরীতে দণ্ডায়মান আখ আছে কেরুর নিজস্ব জমিতে ২৭ হাজর মেট্রিক টন,পাবলিক আখচাষীদের দণ্ডায়মান আখ আছে ৪৩ হাজার মেট্রিক টন। মোট ৭০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই হবে জানায় জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

এবার কেরু এ্যান্ড কোম্পানী আখের মৃল্য নিধারন করেছে করেছে মন প্রতি ২শ ৪০ টাকা। বর্তমানে সবচেয়ে আখের মৃল্য কম বলে আখ চাষিরা জানায়। চাষীরা আরও বলেন আখের মন যদি ৩শ টাকা করে তাহলে চাষিরা আবার আখ লাগাবে।যদি আখের মৃল্য বৃদ্ধি না করে তাহলে চাষীরা আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

এ বিষয়ে কেরু সার গোডাউন ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান বলেন, টি এস পি সার ও বীজ, মাটিশোধন কীটনাশক সংকট রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার অন্যান্য সারের সাথে ১শ বস্তা টি এসপি বিতরণ করেছি। সার ও কীটনাশক সংকট থাকায় আজ কৃষকদের সার দিতে পারছিনা। তবে সার আশার অপেক্ষায় আছি।

এদিকে জিম কৃষি আশরাফুল হক ভৃইয়ার নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষটি আমরা দেখছি। সার চাহিদার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যে কোন

মুর্হতে সার লে আসবে।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, টি এসপিসারের চাহিদা ডিডি করেছি। খুলনা থেকে জানালে আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিবো। তিনি আরও বলেন, বীজ ও মাটিশোধন কীটনাশক চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সরবারহ করে। আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পৌছে যাবে।

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানাযায় গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালায় দর্শনা তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ গ্রামে।

এ সময় পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী তিতুদহ গ্রামের একই পরিবারে কালা চাঁদের ছেলে ফরজ আলী (২৬), বাশার (৩০) জসিম (৩৫)গ্রেফতার করে।

গতকালই তাদের ৩ জনকে জিআর নং-৯০/১৬ এর গ্রেফাতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

দর্শনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দামুড়হুদা উপজেলা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মানসিক প্রতিবন্ধী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহম্মদ আলী
(৫৬) নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলাসহ আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে ওই গ্রামের একটি ঝালখেতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।গ্রেফতারকৃত আহম্মদ আলী(৫৬) পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা ইউনিয়নের মদনা দক্ষিণপাড়ার মৃত জুড়ান মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ জানায়, দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের দক্ষিণপাড়ার এক শিশুকন্যা (১২) বাড়ির পাশে মাঠে যায়। এসময় ওই গ্রামের আহম্মদ আলী শিশুটিকে মাঠে একা পেয়ে একটি ঝাল খেতের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি সন্ধায় জানাজানি হলে শিশুর পিতা বাদী হয়ে ঐদিন রাতেই আহম্মেদ আলী(৫৬) বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই আহম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা ১২টার দিকে গ্রামের নস্কর দোহা বিলে পদ্মফুল (ঢেঁপ) তুলতে যায় মানসিক প্রতিবন্ধী এক শিশু। এসময় গ্রামের সার-কীটনাশক ও ডিজেল ব্যবসায়ী আহম্মদ আলী শিশুটিকে মাঠে একা পেয়ে ঝাল খেতের মধ্যে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সন্ধ্যার পর গ্রামে বিচার-সালিশের আয়োজন করা হয়। বিচার-সালিশে আহম্মদ আলী প্রভাব খাটিয়ে বিচারের রায়কে অমান্য করলে শুরু হয় হট্টগোল। এক পর্যায় হাতাহাতি শুরু হলে বিচারের রায় ভেস্তে যায়। পরে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহম্মদ আলীকে গ্রেফতার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, আসামিকে আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ও ভুক্তভোগী শিশুকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ।

দর্শনা কেরুজে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে হাফিজুলের দায়িত্বভার গ্রহণ

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হিসাবে হাফিজুর রহমান শপথ বাক্য পাঠ করে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

আজ শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টায় কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয় এ শপথ বাক্য অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়।

শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেরু এন্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, গঠন তন্ত্রের ১৯ এর ২৬ ধারা গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১ নং সহ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাবেন। নীতিমালার নিয়মানুয়ায়ী হাফিজুল ইসলাম ১নং সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন। শ্রমিক ইউনিয়নের নীতিমালা অনুযায়ী তাকে ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন সাধারণ সম্পাদক পদটি খুবুই গুরুত্বপূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া কেরু এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সার্বিক উন্নয়নে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকল পর্যায় সহযোগিতা করে যাবেন বলে আশা করছি।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যাবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা,মহাব্যাবস্থাপক অর্থ মোহাম্মদ আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যাবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ডিষ্টিলারী জি এম রাজিবুল হক, মহাব্যাবস্থাপক প্রশাসন ইউসুফ আলী।

এ শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম বলেন, আপনারা আমাকে যে দায়িত্ব দিচ্ছেন আমি যেন সে দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারি। আমি যেন শ্রমিকদের পাশে থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় করেতে পারি। এছাড়া আমার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সহ ইউনিয়নের সকল পর্যায়ের শ্রমিক নেতাদের সাথে নিয়ে সকলে মিলে প্রশাসনের সাথে শ্রমিকদের অধিকার ও মিলের উন্নয়নে কাজ করে যেতে পারি আমার জন্য দোয়া করবেন
এ সময় তিনি আরও বলেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ আমার রাজনৈতিক গুরু তার পরিবারের কথা ও তার কথা আমি আজীবন মনে রাখবো।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, রেজাউল হক, কোষাধ্যক্ষ আবু সাইদ, ইউনিয়নের সদস্য নুরুল ইসলাম, লোমান, হারিজুল ইসলাম, ডাবলু লোমানসহ ইউনিয়নের সকল বিভাগের সদস্য ও নেত্রীবৃন্দ ।

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রমিক ইউনিয়নের আশরাফুল হক।

উল্লেখ্য গত ১৭ অক্টোবর ৯ বারের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদের চাকুরী মেয়াদ শেষ হওয়ায় এ পদটি শৃন্য হয়ে যায়। শুন্য হওয়ায় পর সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে আজ শপথ শেষে ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

দর্শনায় বিএনপি করা মামলার আসামী সাঈদ ড্রাইভারসহ ৫ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানাধীন এলাকা থেকে আজ বিকাল ৩টার দিকে কেরুজ মিলের সাঈদ ড্রাইভার ওরয়ে মোটা সাঈদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দর্শনা ইসলাম বাজার ভাড়া বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। সাঈদ হোসেন ড্রাইভার চন্ডিপুর গ্রামের মৃত লোকমান সদ্দার্র এর ছেলে।

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তীতুমির সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মোটা সাঈদসহ বিভিন্ন মামলায় ৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। বিএনপি কর্মী রবিউল ইসলাম হেবার করা ডাকাতি ও বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের মামলায় সাঈদ ড্রাইভারকে গ্রেফতার করেন পুলিশ।

এ সাঈদ গত ৪ আগষ্ট দর্শনা বাসস্ট্যান্ড ৪ রাস্তার মোড়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র/ছাত্রীদের মিছিলে উপর মান্নান ও তোতার নেত্রীত্বে লাটি সোটা ও বোমা হামলা করে। সে কেরু মিল এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামীলীগের হয়ে দীর্ঘদিন ব্যাপক দাপট দেখিয়েছে আসছিল।

এছাড়া গত পরশু দর্শনা থানাধীন এলাকা থেকে বিভিন্ন মামলার আসামী বিশেষ করে গহেরপুর মাঝিপাড়ার অমরেশ মাঝির ছেলে জিআর নং-২৬২/২৪ মামলার আসামী শ্রী অরবিন্দ (৩৫), একই গ্রামের শ্রী রতন মাঝির ছেলে গউর কুমার (২৩), ভেমরা থানার বামেন গ্রাম বর্তমান ঠিকানা দোস্ত গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে সিআর-৫৬৮/২৪ মামলার আসামী নাসির উদ্দিন (৪৩) ও হিজলগাড়ী বাজার পাড়ার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে পলাশ (৩৮) ১২৬/২৩ নং সাজা প্রাপ্ত আসামীদের গ্রেফতার করেন বলে পুলিশ জানায়।